গোপাল ভাঁড় ও নাসিরুদ্দিনের গল্প

সুনির্মল চক্রবর্তী

গ্রন্থতীর্থ

কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে জলাঙ্গী নদীর ধারে ঘূর্ণী নামক গ্রামে রসিক গোপালের জন্ম হয়। অল্প বয়সেই বাবা মারা যাওয়াতে লেখাপড়ায় তেমন মন দিতে পারেনি গোপাল। তবু ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, লেখাপড়া না জানা, এই লোকটিই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় নিজের উপস্থিত বুদ্ধি ও অসামান্য রসিকতার জন্য নিজের স্থান কেমন পাকা করে নিয়েছিলেন। এমন কী, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বড়ই প্রিয়পাত্র ছিলেন—গোপাল।

গোপালের সরস ও হাস্যরসাত্মক বুদ্ধিদীপ্ত গল্পগুলি, যা কৌতুক ও মজায় মোড়ানো—প্রায় দুই শতাব্দী ধরে বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত হয়ে আসছে। অজস্র রসগল্পের মাধ্যমে রসিকরাজ গোপাল যাবতীয় রসিক পাঠকের কাছে, বাংলার লোক সমাজে, এখনও বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেনও।

পাঠশালা কামাই

পাঠশালা কামাই করে গোপাল চণ্ডীমণ্ডপে এসে যাত্রা দেখছিল। পণ্ডিত মশাই-এর সঙ্গে চোখাচুখি হতেই, পণ্ডিতমশাই সে সময় কিছুই বললেন না। পরপর তিনদিন কামাই করে গোপাল পাঠশালায় এল।

পণ্ডিতমশাই জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে গোপাল তিনদিন পাঠশালে এলি না কেন?

গোপাল বললে, কী বলব! একদিন খুব পেট কামড়াচ্ছিল।

পণ্ডিতমশাই এবারে বললেন, বেশ তো, বাকি দুদিন?

গোপাল বললে, কী বলব পণ্ডিতমশাই! ধোপার গাধাটা হঠাৎ-ই মারা গেল কিনা!

পণ্ডিতমশাই বললেন, এ তো বড় আশ্চর্য কথা, ধোপার গাধার সাথে তোর কি সম্পর্ক?

গোপাল বললে সম্পর্ক আছে। ধোপা বারো মাস কাপড়জামা কেচে দেয়। তার গাধাটা হঠাৎ মরে গেল। দুঃখের দিনে তার কে আছে বলুন?

পণ্ডিতমশাই বললেন, বেশ, তবে কাল কি হয়েছিল?

গোপাল বললে, কাল কোথায় কামাই হ'ল? কাল বিকেলে চণ্ডীমণ্ডপে আপনার সাথে তো দেখাই হ'ল।

মাছি এসে সন্দেশ খাচ্ছে

ভরদুপুর বেলা গোপাল হেঁটে হেঁটে মামার বাড়ি যাচ্ছিল, ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে অথচ পকেটে কানাকড়িও নেই।

কিছুদূর যাবার পর বটতলায় একটা মিষ্টির দোকান দেখতে পেল সে। মিষ্টির দোকানে একটা বাচ্চা ছেলে বসেছিল। বাচ্চা ছেলেটিকে একা বসে থাকতে দেখে গোপালের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি এল।

দোকানে ঢুকে একটা সন্দেশের থালা টেনে নিল। তারপর বলা নেই কওয়া নেই গোপাল সন্দেশ খেতে লাগল। বাচ্চা ছেলেটি গোপালের কাণ্ড কারখানা দেখে অবাক হয়ে বলল, এ কী! কি করছো? তোমার নাম কি? দাঁড়াও, বাবাকে ডেকে আনছি।

গোপাল সন্দেশ খেতে খেতে বললে, তোমার বাবা আমাকে চেনে, আমার নাম মাছি। আমি রোজ রোজ এমনি করেই সন্দেশ খাই। ছেলেটি চেঁচিয়ে এবারে তার বাবাকে বলল, বাবা, দ্যাখোনা মাছি সন্দেশ খাচ্ছে।

ছেলেটির বাবা ভেতরের ঘরে বিশ্রাম করছিল। পাশ ফিরে শুতে শুতে বলল, মাছি তাড়িয়ে দে।

গোপাল এবারে সন্দেশ খাওয়া শেষ করে দোকান ছেড়ে এগিয়ে চলল। ছেলেটি এবারে চেঁচিয়ে তার বাবাকে বলল, বাবা, মাছি সন্দেশ খেয়ে পয়সা না দিয়েই চলে যাচ্ছে!

ঘুমের ঘোরে ছেলেটার বাবা এবারে বলল, মাছিরা পয়সা কোথায় পাবে, যে দেবে? মাছি রোজ এমনি এমনিই তো সন্দেশ খায়!

গান গাইতে এসেছি

গোপাল গঙ্গানদীতে স্নান করতে যাচ্ছিল। ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে এক পরিচিত লোকের সাথে তার দেখা হল। গোপালকে দেখে লোকটি বলল, অনেকদিন পর দেখা হল। তা এখানে কি স্নান করতে এসেছ? গোপাল বললে, আজ্ঞে না। স্নান করতে আসব কেন? নদীর জলে গান গাইতে এসেছি। লোকটি এবারে আর কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে চলল।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল

প্রতিবেশীর বাড়ির উঠোনের কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল ধরেছে। প্রতিবেশী সরষের তেল নিয়ে গোঁফে মাখাচ্ছে। গোপালকে দেখে বলল, গোঁফে তেল মাখিয়ে রাখছি। কাল সকালে মুড়ি দিয়ে কাঁঠাল খাওয়া যাবে।
সেই দিন রাতেই গাছের খাসা কাঁঠালগুলি চোরে নিয়ে গেল। গোপাল সকালবেলা প্রতিবেশীর উঠোনের সামনে দিয়েই যাচ্ছিল। প্রতিবেশী বলল, বুঝলে গোপাল-ভায়া, গোঁফে তেল মাখানোই সার হল। যত কাঁঠাল কালরাতেই যে চুরি হ'ল। গোপাল এ কথা শুনে বললে, আমি আপনাকে কী বলে যে সান্ত্বনা দেব! একেই বলে— গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

বন্ধুকে ডেকে সান্ত্বনা

বর্শার আঘাতে এক বন্ধুর বাবা হঠাৎই মারা গেছেন।
গোপাল এ ঘটনা শুনে বন্ধুর কাছে এসে বললে, বর্শার আঘাত কি তোমার বাবার চোখে লেগেছিল?
বন্ধুটি বলল, চোখে লাগেনি তবে চোখের কাছাকাছি কানের পাশে আঘাত লেগেছিল।
গোপাল বন্ধুকে ডেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, যাক্ দুঃখ কোরো না, চোখ দুটো অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। ভগবান রক্ষা করেছেন বলতে পারো।

উপরে না নীচে?

মস্ত এক হাতীর পিঠে চেপে, বিরাট মিছিল করে, রাজপথে চলেছেন এক জমিদার। বহুলোক মিছিল দেখতে আর হাতি দেখতে রাজপথে এসেছে।

গোপালের মা বালক গোপালকে হাতি দেখাতে নিয়ে এসেছে। খুব কাছাকাছি সেই হাতিটি আসতেই, গোপালের মা বলল, গোপাল দেখ, কী বিরাট হাতি!

যে জমিদার হাতির পিঠে ছিলেন তিনিও বেশ মোটা ছিলেন।

গোপাল তার মা-কে বললে, কোন্ হাতিটা দেখব মা?

উপরে না নীচে?

কাশিতে মৃত্যু

গোপাল আজকাল হাত দেখাও শুরু করেছে।

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক গোপালের কাছে এল। সঙ্গে তার ছেলে। অনেকক্ষণ ধরে লোকটার হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে গোপাল বললে, কিছু মনে করবেন না, আপনার কাশিতে মৃত্যু হবে।

সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক কিছুদিন পর 'কেশে' 'কেশে' রক্তবমি করে দেহত্যাগ করলেন।

একদিন বৃদ্ধের সেই ছেলেটি গোপালের কাছে এসে বলল, আপনি বলেছিলেন বাবা কাশীতে দেহত্যাগ করবেন। কিন্তু তিনি তো কেশে কেশেই দেহত্যাগ করলেন।

গোপাল খুব গম্ভীর হয়ে বললে, তোমার বুঝতে ভুল হয়েছে। 'কাশিতে' না বলে 'কাশতে' 'কাশতে' বলাই ঠিক ছিল। এটা আর তেমন ভুল নয়। তুমি বুঝতে ভুল করলে, আমি কি কিছু করতে পারি?